দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 24 DEC 2005
পৃষ্ঠা 12 কলাম 5

ঢাকার ২৮ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের মুখে ॥ ছাত্র সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশ

মামুন-অর-রশিদ ॥ সরকারের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়ে নগরীর ২৮ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে। এসব প্রতিষ্ঠানে চার বছর আগের তুলনায় এখন ছাত্রসংখ্যা নেমে এসেছে তিন ভাগের একভাগে। কোটি কোটি টাকার তহবিল শূন্য হয়ে পড়েছে। নগরীর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের এসব প্রতিষ্ঠানে সরকারদলীয় নেতাকর্মীদের লুটপাট-দখলদারিত্বের ফলে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা হয়ে পড়েছে অনিয়মিত। ২০০১ সালে সরকার পরিবর্তনের পর রাতের আঁধারে ব্রিটিশ আমলের আইন দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পরিবর্তনের মতো নগরীর ২৮ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানপ্রধানকে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক বিবেচনায় চাকরিচ্যুত করে লুটপাটের পথ সুগম করা হয়েছে। নিয়মতান্ত্রিকভাবে চাকরিচ্যুত করতে না পেরে শ্রেফ গায়ের জোরে গত চার বছর ধরে দনিয়া কলেজের প্রিন্সিপালকে কলেজে যেতে দেয়া হচ্ছে না। এই কলেজের চার কোটি টাকার তহবিল এখন শূন্য। তেজগাঁও কলেজের অধ্যক্ষকে অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ ও গরিব মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বেতন মওকুফ করার অভিযোগে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। এই কলেজের ১৬ কোটি টাকার তহবিল চার বছরে লুটেপুটে খাওয়া হয়েছে। এই কলেজের শিক্ষক কর্মচারীরা এখন মাসের পর মাস বেতন পাচ্ছেন না।

সরকারের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার

বোরহানউদ্দিন কলেজের অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমদকে একই কায়দায় চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। মামলা দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে এসব শিক্ষককে। চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা সংসার এবং কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন। একই সঙ্গে নগরীর নামী-দামী এসব

(১১- পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

ঢাকার ২৮ শিক্ষা

(১২-এর পাতার পর)

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হয়েছে 'শনিরদশা' কবলিত।

২০০১ সালে সরকার পরিবর্তনের পর জাতীয়তাবাদী দখলবাজির শিকার হয়েছে নগরীর দনিয়া কলেজ, তেজগাঁও কলেজ, শেখ বোরহানউদ্দিন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজ, উইলসলিটল ফ্লাওয়ার স্কুল এ্যান্ড কলেজ, উদয়ন স্কুল, মিরপুর আইডিয়াল ল্যাবরেটরী স্কুল, মণিপুর স্কুল, আলহাজ্ব মকবুল হোসেন কলেজ। এ ছাড়া ডেমরা এলাকার ১৬ টি কলেজের মধ্যে রয়েছে— বর্ণমালা স্কুল এ্যান্ড কলেজ, মাতুয়াইল মান্নান স্কুল, আব্দুল্লাহ মোল্লা উচ্চ বিদ্যালয়, যাত্রাবাড়ী আইডিয়াল স্কুল, হাজী রহমতউল্লাহ ফোরকানিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, ডেমরা কলেজ, আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়সহ বেশ কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ আব্দুর রশীদ বলেন, শুধু ঢাকা শহরের ২৮ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানপ্রধানসহ শতাধিক শিক্ষক-কর্মচারীকে শুধু রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। সারা বাংলাদেশে একই কারণে চাকরিচ্যুতির সংখ্যা দু'হাজারের বেশি। তিনি এই সরকারকে শিক্ষাবিরোধী অভিহিত করে বলেন, আগামীতে সরকারের পরিবর্তন হলেও ভয়ে পড়া এই শিক্ষাব্যবস্থা দাঁড় করানো কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে।

বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারের অঙ্গীকার পর্বের-৩ (১০) ধারায় বলা হয়, 'সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জ্ঞানচর্চার সুষ্ঠু পরিবেশ ও যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও অনাচারমুক্ত করা হবে।' এই অঙ্গীকারের বিপরীতে যা ঘটেছে তা দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে নির্মম প্রহসন বলেই মনে করেন দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণ। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার গঠনের পর ২০০২ সালের ২১ জুলাই তেজগাঁ কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুর রশিদকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে। একাধিক তদন্ত কমিটি গঠন করার পরে তাঁর বিরুদ্ধে কোন দুর্নীতির ...

ঘোষণা করার পর স্থানীয় সংসদ সদস্য সালাউদ্দিন আহমেদ অধ্যক্ষ সাহাদাত হোসাইন রানাকে কলেজে গেলে 'হাত-পা ভেঙ্গে দেয়ার হুমকি দেয়। গত চার বছর ধরে হাইকোর্টের নির্দেশ লঙ্ঘন করে তাঁকে কলেজে যেতে দেয়া হয়নি। দনিয়া কলেজের ২৩ শিক্ষক কর্মচারীকে রাজনৈতিক বিবেচনায় চাকরিচ্যুত করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি এখন অনিয়ম-দুর্নীতির আখরায় পরিণত হয়েছে। এখানে পাস করার আগে সরকারী দলের এক প্রভাবশালী নেতার মেয়েকে চাকরি দেয়া হয়েছে। কলেজে এ বছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কোন ছাত্রই 'এ প্লাস' পায়নি। কলেজের চার কোটি টাকার ফান্ড খালি হয়ে গেছে। এখানে সরকারী দলের নেতাকর্মী যারা কলেজ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে 'মাসোহারা' গ্রহণের অভিযোগ রয়েছে। ১০ লাখ টাকার জমি কিনে ভাউচার দেখানো হয়েছে কোটি টাকা। ৬০ হাজার টাকার ফটোকপি মেশিন কিনে ভাউচার দেয়া হয়েছে এক লাখ ৬৫ হাজার টাকার। কলেজ পরিচালনা পরিষদের 'দ' ও 'এ' আদ্যক্ষরধারী নামের দু'জন সদস্যকে কলেজ থেকে প্রতিমাসে পাঁচ হাজার টাকা করে 'মাসোহারা' দেয়া হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। 'আ' আদ্যক্ষর নামের এক ঠিকাদারকে কলেজ থেকে দেয়া হয়েছে ৫৫ হাজার টাকা। জামায়াতপন্থী এক শিক্ষককে দেয়া হয়েছে এক লাখ টাকা। কলেজের টাকায় চলে স্থানীয় সরকার দলীয় সংসদ সদস্যের বিভিন্ন মিটিং-সিটিং। কলেজের শাখাপ্রধান জলিল খানকে সরানো হয়েছে এ সকল অনিয়মের প্রতিবাদ করায়। এমপি নিজে পিস্তল ঠেকিয়ে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন।

নগরীর শেখ বোরহানউদ্দিন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজের অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমদকে একইভাবে শুধু রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে অপসারণ করা হয়। কলেজটি ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ পরিচালনা করছেন। কাজী ফারুক হাইকোর্টের রায়ে চাকরি ফেরতের আদেশ পেলেও কলেজ কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি বিষয়টি নিয়ে কালক্ষেপণের জন্য সুপ্রীমকোর্টে আপীল করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে। উইলসলিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক শাহ আলমকে একইভাবে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটিও এখন আর আগের মতো চলছে না। উদয়ন স্কুলের প্রধান শিক্ষক শহীদ জায়া শ্যামলী নাসরিন চৌধুরীকে অপসারণ করা হয়। মিরপুর আইডিয়াল ল্যাবরেটরী স্কুলের প্রধান শিক্ষক রাজিয়া হুসাইনকে অপসারণ করা হয়। মণিপুরী স্কুলের প্রধান শিক্ষককে স্থানীয় সংসদ সদস্যের গুণ্ডা-পাণ্ডা দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে। ডেমরার বর্ণমালা স্কুল এ্যান্ড কলেজের ২১ শিক্ষককে একদিনে চাকরিচ্যুত করা হয়। তাদের আট শিক্ষক মামলা করে সাময়িকভাবে আদালতের নিষেধাজ্ঞা পেলেও ইতোমধ্যে আদালতের আদেশ উপেক্ষা করে সাত বিষয়ে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। মাতুয়াইল মান্নান স্কুলের প্রধান শিক্ষক সালামত উল্লাহর কাছ থেকে জোর করে পদত্যাগপত্র আদায় করে নেয়া হয়েছে। আব্দুল্লাহ মোল্লা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কাসেমের কাছ থেকে জোর করে পদত্যাগ পত্র নিতে না পেরে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে। যাত্রাবাড়ী আইডিয়াল স্কুলের ১৬ শিক্ষককে একদিনে বের করে দেয়া হয়েছে। হাজী রহমত উল্লাহ ফোরকানিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা ও সহকারী শিক্ষক মিসেস নাজমা ও আবদুল মান্নানকে স্কুল থেকে বের করে দেয়া হয়। রাজনৈতিক কারণে সাময়িক বরখাস্তের শিকার অধ্যক্ষ আব্দুর রশীদ জনকণ্ঠকে বলেন, আমার দু'টি ছেলে নিয়ে ঢাকায় টিকে থাকতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। চাকরিচ্যুতির পর আমাকে আবার ছাত্রজীবনের মতো টিউশনি করতে হয়েছে। বর্তমানে মামলা পরিচালনা এবং সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। তিনি জোট সরকারকে শিক্ষাবিরোধী সরকার হিসাবে অভিহিত করেন। অধ্যক্ষ সাহাদাত হোসাইন রানা বলেন, আমাকে বরখাস্ত করা হয়নি আবার কলেজে যেতে দেয়া হয়নি। বেতন-ভাতা না পাওয়ার কারণে এই দুর্মূল্যের বাজারে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছি।